মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd December, 2019

December, 2019 Volume-V, Issue-X | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

এইডস ও থ্যালাসেমিয়া রোধে শহরে অভূতপূর্ব র‍্যালির আয়োজন

১ডিসেম্বর র‍্যালির জন্য কলেজস্ট্রিটে প্রাক প্রচারের একটি মুহূর্ত । রয়েছেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, সমাজসেবী প্রবদ্ধ রায় এবং সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি- এইডস ও থ্যালাসেমিয়ার মত মারণরোগ প্রতিরোধে বিরামহীন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এবার 'বিশ্ব এইডস দিবস'(১ ডিসেম্বর) কে সামনে রেখে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন শহরের বুকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করেছে। সেই বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন প্রায় শেষের পথে। এই র‍্যালিতে পা মেলাবেন অসংখ্য ক্লাব-প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ, স্কুল, কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা, শহরের প্রথম শ্রেণির ফুটবল ক্লাবের জুনিয়র এবং সিনিয়র খেলোয়াড়রা, সমাজসেবী থেকে শুরু করে ডাক্তার, উকিল এবং রুপোলি পর্দার সেলিব্রিটিরা। এই র‍্যালিকে ঘিরে এখন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যদের কাজের বিরাম নেই। উল্লেখযোগ্য হল, র‍্যালির সামনের দিকে থাকছে এইডস ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তরা। যাদের দাবি, 'পৃথিবী থেকে দূর হোক এই মারণরোগ। আমরা সকলের সাথে, সকলের মাঝে সুস্থভাবে বাঁচতে চাই।'

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত 'বিশ্ব এইডস দিবস' উদ্‌যাপন করার বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটির সদস্যবৃন্দরা এক মাস আগে থেকেই শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে সার্বিক প্রচার সভা অনুষ্ঠিত করছেন। ১ ডিসেম্বর সারাদিন ধরেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ওইদিন সকাল ৯টায় শ্যামবাজার থেকে র‍্যালির শুভ সূচনা হবে। এই র‍্যালি বিধান সরণী হয়ে বিডন স্ট্রিট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বাগবাজার হয়ে শ্যামবাজারে এসে শেষ হবে। র‍্যালিতে রঙীন ফেস্টুন, রণপা, ট্যাবেলো প্রভৃতি থাকবেই। চলার পথে ১৪টি জায়গায় এই র‍্যালিকে সম্বর্ধনা জানাবে বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠান। সুসজ্জিত ব্যানারে এইডস ও থ্যালাসেমিয়া রোধে কিছু মূল্যবান পরামর্শ লিপিবদ্ধ থাকবে। র‍্যালির সম্মুখভাবে মহিলারা শঙ্খবাদনসহ পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। এভাবেই চলতি পথে অজস্র সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে র‍্যালি এসে শ্যাম বাজারে পৌঁছাবে।

শুধু র‍্যালি নয়। র‍্যালি চলাকালীন সংগঠনের অডিটোরিয়ামে শুরু হয়ে যাবে রক্তদান উৎসব। প্রতি বছরই প্রায় ২০০ রক্তদাতা এই উৎসবে যোগ দেন। উপহার বর্জিত এই রক্তদান উৎসব সকলের মিলিত আহ্বানে একটি সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। একদিকে রক্তদান উৎসব আর অন্যদিকে চলতে থাকবে সেমিনার। এই সেমিনারে বক্তব্য, রাখবেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, সমাজসেবী, ক্লাবের কর্মকর্তাসহ বিশিষ্ট মানুষেরা। আগত আমন্ত্রিত সকলকেই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হবে। সেমিনারের মঞ্চে ডেকে নেওয়া হবে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের। তারা কেউ আবৃত্তি, কেউ গান অথবা কেউ নৃত্য পরিবেশন করবেন। এর পাশাপাশি থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের নিয়ে একটি বসে আঁকো প্রতিযোগিতারও বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ কারীদের প্রত্যেককে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে একটি জীবনদায়ী ওষুধ উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হবে। সব মিলিয়ে ১ ডিসেম্বর সারাদিন জুড়েই চলবে একটা উৎসবের ঘনঘটা, যার কুশীলব আপনারা, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন, আর অগণিত ভালবাসার মানুষেরা। উৎসবের পূর্ণাঙ্গ খবর এবং ছবি আগামী সংখ্যার 'সুমধ্যমা'য় প্রকাশিত হবে।

রাজ্যে স্ট্রোকের সংখ্যা বাড়ছে, উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা বেড়ে চলেছে। এর পরিণামে স্ট্রোকের আঘাত দ্রুত বাঁচার আশাকে ক্ষীণ করে দিচ্ছে। ২০১৮ সালে হার্টের অসুখে এই রাজ্য ছিল তিন নম্বর স্থানে। এক বছরের ব্যবধানে দেখা গেল কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম। ন্যাশানাল হেলথ প্রোফাইলের রিপোর্টে প্রকাশ, হৃদরোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাংলায় বেশি। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই তথ্য যথেষ্ট ভয়াবহ। তাঁদের মতামত, এই বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। নির্দিষ্ট কারণকে খুঁজে বার করতে হবে। অনেকের ধারণা, ধূমপানের সঙ্গে শব্দ ও বায়ুদূষণেরও ভূমিকা থাকতে পারে। এছাড়া বাঙালিরা ভাত, মিষ্টি এবং

রেড মিটের মতো হাই ক্যালোরি ও কোলেস্টরেল যুক্ত খাবার খেতে ভালোবাসেন। ফলস্বরূপ রোগীর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বেশি বাংলায়। হার্টের অসুখ এবং স্ট্রোকে সর্বোচ্চ স্থান দখল করার কারণ হিসেবে এই বিষয়টিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কার্ডিয়োলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মতে, 'যারা উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবিটিস, দুটো অসুখেই একসঙ্গে ভোগে, তাদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক, অ্যাঞ্জাইনা, হার্ট ব্লক, হার্ট ফেলিওরের মতো কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ এবং স্ট্রোকের প্রভাব বেশি দেখা যায়। কিছু কিছু খ্যাতনামা চিকিৎসক ন্যাশানাল হেলথ রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, 'পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্য রাজ্যের স্ট্রোক যথাযথভাবে যাচাই করা হয়নি এবং নথিভুক্ত করা হয়নি।

এক পলকে দেশ

পুলিশে ক্ষোভ

নয়াদিল্লি-আইনরক্ষকরাই তাদের সদরদপ্তরে সরকারি উর্দি গায়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বিক্ষোভ দেখালেন দিল্লিতে। নিরাপত্তীহীনতায় ভুগছেন দিল্লির পুলিশকর্মীরা।

মামলা নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি- অযোধ্যা রায়ের পুনর্বিবেচনা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি পেশ করবে না সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। একথা জানিয়েছেন, বোর্ডের চেয়ারম্যান ফারুকি। সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকে।

মেট্রোর ভাড়া বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি- ৫ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া বাড়ছে মেট্রোর। সর্বনিম্ন ভাড়া ৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ ভাড়া ২৫ টাকা ঠিক রেখে মাঝের স্তরগুলো পরিবর্তন করা হবে। এখন ৫ টাকায় ২ কিমি যাওয়া যাবে।

স্বামীজিকে অপমান

নয়াদিল্লি-জে এন ইউ বিশ্ব বিদ্যালয়ে স্বামীজির মূর্তির নীচে আপত্তিজনক কথা লেখা নিয়ে দেশজুড়ে তুমুল বিতর্ক। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হচ্ছে।

ফের চন্দ্রযান

বেঙ্গালুরু-আগামী বছর ফের চাঁদে যেতে চলেছে চন্দ্রযান-৩। প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। হাল ছাড়তে রাজি নয় ভারত।

কাশ্মীরে অভিযান

নয়াদিল্লি-কাশ্মীরে সন্ত্রাস অভিযানে, সেনা, নৌ-সেনা ও বায়ুসেনার কমান্ডো বাহিনী অংশগ্রহণ করবে বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে খবর। এরা সকলে যৌথ কমান্ডের অধীনে কাজ করবে।

তুলোধোনা

নয়াদিল্লি-পরিবেশ সংক্রান্ত মামলায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার গুলোকে তুলোধনা করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের প্রশ্ন, 'সাধারণ মানুষকে কেন গ্যাস চেম্বারে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে?'

শেষনের জীবনাবসান

নয়াদিল্লি- মারা গেলেন প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষণ (৮৬)। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছিলেন তিনি।

এক পলকে রাজ্য

জলের লাইন সরবে

নিজস্ব প্রতিনিধি-টালা সেতুর নীচ থেকে জলের লাইন সরানো হবে। টালাসেতু ভাঙার ক্ষত্রে এটাই ছিল বড় সমস্যা। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে বিকল্প রাস্তা বের করা হয়েছে।

উদ্বাস্তুদের বৈধতা

নিজস্ব প্রতিনিধি-যে সব উদ্বাস্তু এখনও কেন্দ্র অথবা রাজ্যসরকারের জমিতে দীর্ঘ দিন ধরে রয়েছেন, তাঁদের জমির মালিকানা দেবে রাজ্য সরকার। রাজ্য মন্ত্রীসভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সরকারি ছুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি-২০১৯ সালেই রাজ্য সরকার প্রকাশ করল ২০২০-র ছুটি। আগামী বছরে শুধু দুর্গাপুজোয় থাকবে ১৫ দিন ছুটি। এছাড়া কালীপুজো ও ছট তো আছেই।

ঘুরিয়ে নালা

নিজস্ব প্রতিনিধি-শহরের ৭৪টি বড় নালার মুখ তিনমাসের মধ্যে অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এই নালার জল আদিগঙ্গায় এসে পড়ত। পরিবেশ মামলার জেরে এখন নালার মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বুলবুল

নিজস্ব প্রতিনিধি-ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' -এ পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যু হল ১১ জনের। যদিও সরকারি হিসেবে ৭ জনের কথা বলা হয়েছে।

চলে গেলেন ক্ষিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি-চেন্নাইয়ের একটি

বেসরকারি হাসপাতালে ২৪ নভেম্বর হঠাৎ মারা গেলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং আর এস পি-র সাধারণ সম্পাদক ক্ষিতি গোস্বামী(৭৬)।

প্রয়াত নবনীতা

নিজস্ব প্রতিনিধি-৭ নভেম্বর নিজের বাড়ি 'ভালো বাসা'তে প্রয়াত হলেন সাহিত্যিক নবনীতা দেব সেন(৮১)। ১৯৩৮ সালের ১৩ জানুয়ারি তাঁর জন্ম।

এখানে - ওখানে

কাকনানে সচেতনতা শিবির

কাকনানে থ্যালাসেমিয়া প্রচার শিবিরের মঞ্চে ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পদাধিকারীগণ। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-কাকনান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় হুগলির কাকনানে ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির তৎসহ স্বাস্থ্যশিবির। এই শিবির উপলক্ষ্যে এলাকার বহু সাধারণ মানুষ তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে শিবিরে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৪ জন কিশোর কিশোরী শিবিরে বাহক রক্তপরীক্ষা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বি এম ডি এবং সুগার টেস্টও করা হয়। শিবিরে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহসভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ। তিনি বলেন, দেশ থেকে থ্যালাসেমিয়া মতো মারণ রোগকে রোধ করতে হলে জন্মের এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত মাত্র একবার বাহক রক্তপরীক্ষা করিয়ে নেওয়া জরুরি। কারণ বাহকে বাহকে বিবাহের সম্পর্ক স্থাপিত হলে, পরবর্তী প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া হওয়ার প্রবণতা খুবই বেশি। থ্যালাসেমিয়া রোধে সারা বছর ধরে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন তাদের কর্মসূচী পালন করে আসছে। এই কর্মসূচীতে ক্লাবসংগঠনগুলোতে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন জানান সারদাত্মানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাকনান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি জামালউদ্দিন মোল্লা এবং সম্পাদক শেখ ফারুক আহমেদ সহ অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

লাগাতার প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিশ্ব এইডস দিবসকে সামনে রেখে ১ ডিসেম্বর সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের শহর জুড়ে লাগাতার প্রচার চলছে। ৩০ নভেম্বর প্রচারের শেষ দিন। পরের দিন সকালেই শ্যামবাজার থেকে শুরু হবে এইডস ও থ্যালাসেমিয়া রোধে একটি সুসজ্জিত র‍্যালি। টালা থেকে টালিগঞ্জ, বরাহনগর, কাশীপুর, ই এম বাই পাসের দুপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় সংগঠনের প্রচার টিম বিরামহীন প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। প্রচারের সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্টিকার লাগানো থেকে শুরু করে গোটা কলকাতা ভরে গেছে হোর্ডিং আর প্ল্যাকার্ডে। প্রতিটি মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে লিফলেট। মূল অনুষ্ঠানের ১০ দিন আগে থেকেই প্রচারাভিযানে যাওয়ার জন্য সংগঠনের কর্মীরা হাজির হয়ে যাচ্ছেন শ্যামবাজারে। দলবদ্ধভাবে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী প্রচারের জায়গায় পৌঁছে গিয়ে কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন একাধিক জায়গায় চলছে প্রচার। সংগঠনের লক্ষ্য ও চলার পথের নিশানা একটাই 'দেশকে এইডস ও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত করা।' শপথ নেওয়ার দিন ১ ডিসেম্বর, যেদিন শহরের আকাশ বাতাস মুখরিত হবে মারণরোগ মুক্ত পৃথিবীর দাবিতে।

জরুরি পরিষেবা

হাসপাতাল

এসএসকেএম (পিজি)-২২০৪১১০
২২২৩১৫৮৯
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ
২২৪১৪৯০১
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ
২২৮৯ ৭১২২-২৩
এনআরএস-২২৬৫৩২১৪-১৭
আরজিকর-২৫৫৫-৮৮৩৮,
২৫৫৫৭৬৭৫-৭৬
আইডি (বেলেঘাটা)২৩৭০১২৫১

ব্লাডব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক-২৩৫১০৬১৯
হেমাটোলজি-২২৮৪৬৯৪০৫২২৯৮
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-
২২৪১-৪৯০১

এয়ারলাইন্স

দমদম বিমানবন্দর-২৫১১৮৭৮৭

রেল অনুসন্ধান

শিয়ালদা-২৩৫০৩৫৩৬, ২৩৫০৮৮৩৬
হাওড়া-২৬৩৮৭৪১২,২৬৩৮৩৫৪২,
২৬৩৮২৫৮১
হাওড়া নিউ কমপ্লেক্স-২৬৩৮২২১৭
মেট্রো রেলওয়ে কন্ট্রোল-২২২৬৪৮১৭

রাতের ওষুধ, অক্সিজেন

কয়্যার -২৪৭৫৪৬২৮
নন্দন মেডিকেল-২৩৫৮১৭২৩
জীবনদীপ-২৪৫৫০৯২৬
সাউথ ক্যাল ব্যুরো-২৪৮৪৪৩২২

কলকাতা পুলিশ

লালবাজার কন্ট্রোল-২২১৪৩০২৪,
২২১৪৩২৩০
রাজ্য পুলিশ-২২১৪৫৪৮৬
দঃ ২৪ পরগণা পুলিশ-২৪৭৯১৮৭০
দমকল-২২৫২৬৬৬৬/৬১৬৪/৩১৭০
ভবানী ভবন-২৪৭৯১৭৬১
নিখোঁজ-২৪৫০৬১০০/৬১৭৪
ট্রাফিক কন্ট্রোল-২২১৪৩৬৪৪,
২২১৪১৪৭৫,২২১৪১৪৭৬
ডিডি ক্রাইম কন্ট্রোল-২২১৪১৪৩১,
২২৫০৫১৬৬
ট্যাক্সি অটো রিফিউজাল-১০৭৩ (টোল ফ্রি)
ভোডাফোন গ্রাহকদের জন্য
২০০০/২০০১
সিনিয়র সিটিজেন হেল্প
লাইন-৯৮৩০০৮৮৮৮৪
মেডিক্যাল হেল্প লাইন-৯৮৩০০৭৯৯৯৯
কমিশনার অফ পুলিশ-২২১৪৫০৬০

শববাহী গাড়ী

মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
পিস হাভেন-২২৬৫৭২৬৭
শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব-২৫৩৪০০০২
উত্তর কলকাতা উদয়ের
পথে-৩২৫০১০৮৯/৯৮৩০১৭৩৮১৪
হিন্দু সৎকার সমিতি-২২৪

অ্যাম্বুলেন্স

সাউথ এন্ড পলিক্লিনিক-২৪৬৬২৪৩৩
লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
ওখার্ড-২৪৭৫৪৩২০
দিগন্ত-২৪৭৪৫৪৫৫
শিশির কুমার ইন্স-২৫৩৩০

ফিরে দেখা ২০১৯-এর কিছু স্মৃতি

জানুয়ারি

▶ এলাহাবাদে ত্রিবেণী সংগমে ১৫ই জানুয়ারি লাখো লাখো সাধুদের সমাবেশে অর্ধকুম্ভমেলা পালিত হল মহাসমারোহে। মকর সংক্রান্তিতে সাধারণত এই মেলা হয়ে থাকে। ত্রিবেণী সংগমে অবগাহন করে সাধুরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

ফেব্রুয়ারি

▶ লোকসভায় ভারতের সাধারণ বাজেট পেশ করেন দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতরামন। চিরচরিত প্রথা ভেঙে স্যুটকেশের বদলে ব্যাগে বাজেটের দলিল পত্র নিয়ে লোকসভায় প্রবেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

মার্চ

▶ কলকাতা থেকে গৌহাটি হয়ে বাংলাদেশের ঢাকায় জলপথে বিলাসবহুল ফেরি সার্ভিস চালুর

প্রস্তাব গ্রহণ করলো দুটি দেশ। ১৫৩৯ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবে এই বিলাসবহুল জলযান।

এপ্রিল

▶ গাড়ী চুরি রুখতে ভারত সরকারের সড়ক মন্ত্রক চালু করল হাই সিকিউরিটি রেজিস্ট্রেশন প্লেট। সমস্ত গাড়িতেই এই প্লেট বসানো হবে। পুরনো প্লেট জমা দিতে হবে গাড়ির মালিকদের।

মে

▶ ভারতে কিলোগ্রামের নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হল। এই সংজ্ঞায় কেলভিন এবং মোলকে নতুনভাবে দেখা হবে।

জুন

▶ অ্যাপেলো-১১ রকেটে চড়ে প্রথম তিন নভশ্চর চাঁদের মাটিতে পা রাখলেন। তাঁরা হলেন নীল আমস্ট্রং, অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স। এবছর তাঁর পঞ্চাশ বছর পূর্তি হল।

জুলাই

▶ ফিফার উদ্যোগে ফ্রান্সে আয়োজিত হল মহিলা বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপের ফাইনালে নেদারল্যান্ডকে ২-০ হারিয়ে বিশ্বজয়ীর খেতাব পায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

আগস্ট

▶ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সাংস্কৃতিক উৎসব উডস্টক অনুষ্ঠিত হল অ্যামেরিকায়। এই বছর এই উৎসবের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল।

সেপ্টেম্বর

▶ মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হল। যে নির্বাচন নিয়ে টানাপোড়েন চলছেই।

অক্টোবর

▶ হরিয়ানার নির্বাচনের দিন ঘোষণা হল।

▶ গ্রীসে এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল।

নভেম্বর

▶ গুরুনানকের ৫৫০ তম জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কর্তারপুর করিডর খুলে দিল পাকিস্তান। এ ব ছর ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ কর্তারপুর করিডোরে যান।

Available 1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg
20Kg, 25Kg, 50Kg

Marketed by :

Karu International
A HOUSE OF EXPORT & IMPORT

13, Madanmohantala Street, Kolkata - 700 005
West Bengal, India
E-mail ; karuinternational2016@gmail.com

For Door to Door Delivery & Trade Enquiry
Office : 98307 52121, 98300 52800, 98301 52800
North Kolkata : 91630 76734
South Kolkata : 98365 85695

পাকা বন্দোবস্ত

১৯৮৭ সালে মার্কিন শেয়ার বাজারে ধস নামার পরে ১৯৮৯ সালে এই 'চার্জিং বুল' ভাস্কর্যটি তৈরি করেন স্থপতি আর্তুরো দি মোদিকা। আমেরিকার একটি নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লড়াকু মানসিকতা ও আর্থিক সৌভাগ্যের প্রতীকটিকে। এর ওজন ৩২০০ কেজি, উচ্চতা ১১ ফুট, লম্বায় ১৬ ফুট ব্রোঞ্জের ষাঁড়টি আমেরিকার একটি দ্রষ্টব্য।

মেক্সিকোতে আশ্রয়

সুক্রে-পরিস্থিতির চাপে পড়ে ১১ নভেম্বর বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট এভো মোরালেস পদত্যাগ করেন। বলিভিয়াতে থাকা তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয় ভেবে মেক্সিকোতে রাজনৈতিক আশ্রয় নিলেন লাতিন আমেরিকার এই বামপন্থী নেতা।

রেল দুর্ঘটনা

রেল দুর্ঘটনার পর লন্ডভন্ড অবস্থা

ঢাকা-বাংলাদেশে ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যান কমপক্ষে ১৬ জন, আহত শতাধিক। ১২ নভেম্বর স্থানীয় সময় রাত তিনটে নাগাদ ঢাকাগামী তূর্ণা নিশীথা এক্সপ্রেস এবং চট্টগ্রামগামী উদয়ন এক্সপ্রেসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঢাকা চট্টগ্রাম লাইনে ব্রাহ্মনবেড়িয়ার মন্দভাগ স্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনা হয়।

শাট ডাউনের হুমকি

ওয়াশিংটন-আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি মাত্র একবছর। কেউ কেউ বলছেন, ট্রাম্প যা করেছেন, 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন।' আবার কেউ এখনই ইম্পিচমেন্ট চাইছেন ট্রাম্পের। এরই মধ্যে আবার 'শাট ডাউনের' ভূত চেপেছে হোয়াইট হাউসের মাথায়। অনেকে বলছেন, বিরোধী ডেমোক্র্যাটরা যখন ইমপিচমেন্ট তদন্ত নিয়ে এগোনোর পথে, তখনই সরকার না চলার ইঙ্গিত দিয়ে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন ট্রাম্প। লড়াই এখন সমানে সমানে চলছে। ময়দানে ধোঁয়াশাও রয়েছে। বিরোধীদের বরাবরই 'অপদাথ

সাগরপারের

টুকিটাকি

হত আমাজন রক্ষী

ব্রাসিলিয়া- 'গার্ডিয়ান্স অফ দ্য ফরেস্ট'। আমাজন অরণ্যের প্রহরী তারা। চোরাই কাঠের কারবারিদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেল পাউলো পনিলে গুরুজাজাররা। প্রেসিডেন্ট জোয়ার বলসোনারো বলেছেন, অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। ২০১২ সালে গার্ডিয়ান্স অফ দ্য ফরেস্ট তৈরি করেছিলেন অরণ্যের আদি বাসিন্দারা। এই চোরাকারবারিদের শক্ত হাতে দমন না করতে পারলে অচিরেই আরারিবোইয়া রিজার্ভের 'গুয়া জাজারা' উপজাতি ও 'আওয়া' উপজাতির ৫৩০০ জন বাসিন্দাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাবে। এখানে বিপদটা শুধু পরিবেশের নয়, মানুষেরও। অরণ্য বাঁচাতে উপজাতিরা আফ্রিকাতে জোট বেঁধেছে দীর্ঘদিন ধরে কারণ অরণ্যই তাদের একমাত্র জীবন জীবিকা।

গ্রেটার প্রশংসায় ডি' ক্যাপ্রিও

গ্রেটার সঙ্গে হলিউডের অভিনেতা ডি'ক্যাপ্রিও

নিউইর্য়ক-পরিবেশ নিয়ে শীর্ষ বৈঠক হওয়ার কথা ছিল চিলিতে। সেখানে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ চলায় সি ও পি ২৫ শীর্ষ বৈঠকের স্থান বদল করা হয়েছে স্পেনের মাদ্রিদে। এই বৈঠকের অন্যতম 'হেভিওয়েট' অতিথির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। কীভাবে আটলান্টিক সাগর পেরিয়ে সে ইউরোপে যাবে। তাই গ্রেটা থুনবার্গের আর্জি, 'কেউ যদি আটলান্টিক পেরোনোর ব্যবস্থা করে দেন।' অন্যদিকে হলিউড অভিনেতা ডি'ক্যাপ্রিও বলেছেন, 'ওর সঙ্গে সময় কাটাতে পেরে সম্মানিত আমি। কথা দিয়েছি, এ গ্রহকে বাঁচাতে একে অপরকে সাহায্য করব।' কার্বন দূষণের জন্য গ্রেটা বিমান ব্যবহার করেন না। গত অগস্ট মাসে ১৪ দিন নৌকা সফর করে আমেরিকা এসেছিল গ্রেটা। গ্রেটার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন স্পেনের মন্ত্রী টেরেসা রিবেরা। তিনি জানিয়েছেন, 'আটলান্টিক পেরোতে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

যীশুর আমলের রাস্তা

যীশুর আমলের রাস্তা

জেরুসালেম-দীর্ঘ গবেষণার পর প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের দাবি জেরুসালেমে বেশ কয়েক বছর আগে যে রাস্তাটির খোঁজ মিলেছিল, সেটা খ্রিস্টের সমসাময়িক। এই রাস্তাটি তৈরি করেছিলেন জুডিয়া শহরের রোমান গভর্নর পন্তিউস পিলাতে। রোমান সম্রাট তিবেরিয়াসের সময় জুডিয়া শাসন করতেন তিনি। কথিত আছে, এই 'কুখ্যাত' শাসকের নির্দেশেই যীশুর সাজা হয়েছিল। ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল তাঁকে। ২০০০ ফুট দীর্ঘ রাস্তাটি 'সিলোম পুল' হয়ে ইহুদি ধর্মের পবিত্রতম স্থান 'টেম্পল মাউন্ট'-এ গেছে। টেম্পল মাউন্ট একটি পবিত্র ধর্মস্থান। খ্রিস্টানরা প্রতিবছরই এই ধর্মীয় স্থানে গিয়ে প্রভুকে শ্রদ্ধা জানান।

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ইয়েলো ফিভার সম্বন্ধে জানতে চাই। আমরা কেনিয়া যাবো। তাই ইয়েলো ফিডারের ভ্যাক্সিন নিতে হচ্ছে।

শতদল রায়, হাওড়া

আফ্রিকার অনেক দেশ বা দক্ষিণ আমেরিকায় যেতে গেলে ইয়েলো ফিভারের ভ্যাক্সিন নেওয়া আবশ্যিক, যাতে এই রোগ না হয়।

এই রোগ খুবই সাংঘাতিক, যা হয় ভাইরাস থেকে এবং মশার কামড়ের ফলে ছড়িয়ে পড়ে একজন থেকে আর একজনের দেহে। এই রোগ হয় আফ্রিকার কিছু অংশে এবং দক্ষিণ আমেরিকায়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জ্বর মাথাব্যথা, গা-হাত-পা ব্যথা, বমি প্রভৃতি খালি হয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সাংঘাতিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন—রক্তপাত, জন্ডিস, কিডনির, শক প্রভৃতি। সেক্ষেত্রে মৃত্যুও ঘটতে পারে। জন্ডিসের থেকেই এই রোগের ফল হয়েছে ইয়েলো ফিভার। এর নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। আনুষঙ্গিক উপসর্গের চিকিৎসা করতে হয়। সুতরাং প্রতিষেধক বা ভ্যাক্সিন নেওয়া খুবই জরুরী।

প্রঃ আমার বিলিরুবিন লেভেল সবসময় একটু বেশী থাকে। অথচ কোনো সমস্যা নেই, আর সব পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট নরম্যাল। ডাক্তারবাবু বলছেন এটা গিলবীটস সিনড্রোম। এ সম্বন্ধে আলোচনা করলে বাধিত হবো।

সমীরণ দত্ত, লেক রোড

এই অবস্থা অনেকেরই হয়। এটা সাংঘাতিক কিছু রোগ নয়। সাধারণত রক্তপরীক্ষা করতে গিয়ে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেশী দেখার পরই এটা ধরা পড়ে।

এটা হয় জীনগত পরিবর্তনের জন্য, যার ফলে লিভারে বিলিরুবিনের ভাঙ্গন কমে যায় এবং শরীরে বিলিরুবিন জমে যায়। সাধারণত কোনো উপসর্গ থাকে না। তবে দুর্বলতা, বমি ভাব প্রভৃতি হতেও পারে। কখনও বা পেট ব্যথা হয়। চোখ, ত্বক, হলুদ হয়ে যেতে পারে।

নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। তবে এই রোগ হয়েছে বলা যেতে পারে। রক্তের হেপাটাইটিস বি, সি, সেরোলজি, আলট্রাসোনোগ্রাফি, লিভার স্ক্যান, লিভার, বায়োপ্সি প্রভৃতি করার দরকার হয়।

এর কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না। বিলিরুবিনের মাত্রা অনেক বেড়ে গেলে ফেনোকরবিটাল দেওয়া হয় অনেক সময়। স্ট্রেস, শরীরে জলের অভাব (Dehydration), ঘুম না হওয়া, উপোস করা (fasting), খুব ঠান্ডা প্রভৃতি থেকে বিলিরুবিন বেড়ে যেতে পারে। কাজেই এইসব এড়িয়ে চলতে হবে। জল খেতে হবে বেশী করে। ফল ও তাজা শাকসব্জী খেতে হবে। মাংস, ডিম, দুধের জিনিস, এসব কম করে খেতে হবে।

প্রঃ পেসমেকার কি এবং কেন বসাতে হয়?

রজন দাশগুপ্ত, সল্টলেক

উঃ পেসমেকার হল একটি ব্যাটারী চালিত ছোট যন্ত্র (Battery Operated Revice) যা আমাদের শরীরে স্থাপন করা হয় যখন কারও হার্ট ব্লক (Heart Block), বা কিছু ক্ষেত্রে হার্ট ফেলিওর (Heart Failure) থাকে।

হার্টের নিজস্ব প্রেসমেকার আছে, যার থেকে উদ্দীপনা (Impulse) তৈরি হয় এবং conduction system এর মাধ্যমে পুরো হার্টে ছড়িয়ে গিয়ে হার্ট সচল রাখে। প্রধানত SA Node থেকেই উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং AV Node, HI5 Purkinje System এর মাধ্যমে পুরো হার্ট ছড়িয়ে পড়ে।

যখন এই উদ্দীপনা তৈরি বা ছড়িয়ে পড়াতে বাধা সৃষ্টি হয়, তাকে হার্ট ব্লক (Heart Block) বলা হয়। মাথা ঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রভৃতি এর উপসর্গ।

পেসমেকার একটি পার্লস জেনারেটর (pulse generator) থাকে, যা হার্টের জন্য উদ্দীপনা তৈরি করে। এটি ব্যাটারীচালিত এবং এর সঙ্গে লীড (Lead) যুক্ত থাকে। যা শিরার মধ্যে দিয়ে হার্টে প্রবেশ করিয়ে দক্ষিণ নিলয়ে স্থাপন করানো হয়।

যখন হার্ট ব্লক সাময়িক (Temporary) হয়, অথবা যখন স্থায়ী পেসমেকার বসানোর আগে কিছু সময়ের দরকার হয়, তখন অস্থায়ী পেসমেকার বসানো হয়।

স্থায়ী পেসমেকার বসানোর সময় বুকের একদিকে (সাধারণতঃ ডানদিকে) কলার বোনের নীচে খানিকটা কাটা হয়। ঐ জায়গা লোকাল অ্যানেথেসিয়া দিয়ে আশ করে দেওয়া হয় এবং রোগী সজ্ঞানে থাকে। শিরার মধ্য দিয়ে লীডকে হার্টের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় এবং চামড়ার নীচে একটি জায়গা সৃষ্টি করে (pocket) সেখানে পালস জেনারেটার স্থাপন করা হয়।

প্রঃ কিলয়েড সম্বন্ধে জানতে চাই। এটা কি সারে?

ঝর্ণা চ্যাটার্জি, বালি

উঃ কিলয়েড হল একরকমের উঁচু হয়ে যাওয়া জিনিস, যা অনেকসময় কোন অপারেশনের জায়গা, ক্ষত, পোড়া জায়গা প্রভৃতি সেরে যাওয়ার পর সেই জায়গায় দেখা দেয়।

সম্পাদকীয়

অযৌক্তিক হয়রানি

নাগরিক পঞ্জিকরণ বা এন আর সি নিয়ে দেশের তাবৎ নাগরিকরা শঙ্কায় দিনযাপন করছেন। নাগরিকরা অকুতোভয় হতে পারছেন না মূলত দুটি কারণে। প্রথমটি হল তাদের চোখের সামনে অসমের অভিজ্ঞতা জ্বলজ্বল করছে। অন্যটি হল, সম্প্রতি সংসদে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন সমস্ত রাজ্যেই এন আর সি চালু করা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বিবৃতির পর উদ্বেগ আরও বেড়েছে। কি প্রক্রিয়াতে এই এন আর সি হতে চলেছে তা এখনও ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এতে বিশেষ ধর্মাবলম্বী মানুষের চিন্তার কোনও কারণ নেই। একথাটার তাৎপর্য হল, সংখ্যালঘুদের এন আর সি নিয়ে অহেতুক কিছু ভেবে নেওয়ার অবকাশ নেই। একমাত্র অসমের পঞ্জীকরণকে উদাহরণ হিসেবে ধরে নিলে, উদ্বেগ তো একশো ভাগ থাকবেই। কারণ অসমে শুধু সংখ্যালঘু নয়,অনেক সংখ্যাগুরু মানুষও সংকটের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সেখানকার অবস্থা এতটাই খারাপ যে, ক্ষমতাসীন বিজেপি দল এবং রাজ্য সরকার এই পঞ্জীকরণের ফলাফল অস্বীকার করেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, দেশের অপেক্ষাকৃত একটি ছোট রাজ্যে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই পঞ্জিকরণ প্রক্রিয়াটিকে ঘিরে যদি এই বিপুল বিভ্রান্তি হয়ে থাকে তবে সমগ্র দেশজুড়ে এর পুনরাবৃত্তির পরিণাম কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা খুব সহজেই বোধগম্য।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এন আর সি-র প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা আদৌ পরিষ্কার নয়। ১৯৮৫ সালে অসম চুক্তি, পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলন এবং তার পরিপ্রেক্ষিত ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ নাগরিকত্বের বৈধতা নিরূপণের তারিখ ধার্য করা হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অনুপ্রবেশের সমস্যা ও ইতিহাসের চরিত্র ভিন্নধর্মী। অনেক রাজ্যই আছে, যাদের কাছে এটা কোনও উল্লেখযোগ্য সমস্যাই নয়। ফলত দেশব্যাপী এই পঞ্জিকরণ শুরু করা হলে কোন যুক্তিতে কোন তারিখটিকে নাগরিকত্বের বৈধতা প্রমাণের তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করা হবে, সে প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা। এছাড়া বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও কোন ঐকমত্য হয়নি। ইদানিং দেশের অর্থনীতি খাবি খাচ্ছে, চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন বহু মানুষ, ঠিক সেই সময়ে দেশজুড়ে নাগরিক পঞ্জিকরণের ইস্যু তুলে সমাজ এবং অর্থনীতিকে আরও অস্থির জায়গায় পৌঁছে দেওয়া উচিত কিনা দেশের চালকবর্গের বিষয়টি নিয়ে পুনর্বিচার করা উচিত।

নাগরিকত্ব ও অভিবাসী নিয়ে রাজনীতি অনেক দেশেই হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর পশ্চিমী দেশগুলোতে মানুষের আকুতি ও অসহায়তাকে সদর্থকভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়। সেকারণেই সমুদ্রের নীচে 'মিউজিয়ো আটলান্টিকো' নামে মিউজিয়ামটি তৈরি করা হয়েছে। সেইসব উদ্বাস্তুদের স্মৃতিতে যাদের নৌকা উল্টে ভূমধ্যসাগরের গভীরে তলিয়ে গিয়েছে। সেকারণেই আমাদের দেশ ভারতে আমরা একটু সহমর্মিতা আশা করতেই পারি।

জ্ঞান

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যাঁহারা আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাঁহারাও সাংখ্য মানিবেন না। এবং এ সকল মত যে, এ কালে গ্রাহ্য হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা অগ্রাহ্য, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া। সেই আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া কি, ইহাই বুঝান আমাদিগের অভিপ্রায়। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ। তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা। কিন্তু কোন্ প্রকার বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় ; প্রকৃতি বিষয়ে যে যে অবিবেক, সকল অবিবেক, তাহার অন্তর্গত। অতএব প্রকৃতি-পুরুষসম্বন্ধীয় জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। অতএব জ্ঞানেই মুক্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, "জ্ঞানেই মুক্তি"। দুই জাতি দুইটি পৃথক্ উদ্দেশ্যানুসন্ধানে এক পথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যের শক্তি পাইয়াছে—আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রার যে পৃথক্ ফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপীয়েরা শক্তি-অনুসারী, ইহাই তাঁহাদিগের উন্নতির মূল। আমরা শক্তির প্রতি যত্নহীন, ইহাই আমাদিগের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক ; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদিগের উদ্দেশ্য পারত্রিক—তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।

নবনীতা দেব সেন—জগতে যতই অপ্রেম বাড়ছে, প্রেম নিয়ে বাড়াবাড়ি ততই বাড়ন্ত। প্রেম এখন খুবই ট্রপিকাল বিষয়।

জেন অস্টিন—একজন নারীর কল্পনা বড়ই দ্রুতগামী। তা এক মুহূর্তে লাফ দেয় ভালো লাগা থেকে ভালোবাসায়, ভালোবাসা থেকে বিবাহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কত অল্প বিষয়ই আমাদের ইচ্ছার অধীন ও কত সহস্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অধীন আমাদের ইচ্ছা।

মাসতামামি

১ ডিসেম্বর — পাকিস্তানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন বেনজির ভুট্টো ১৯৮৮।
নিউইয়র্কে শ্রমিকদের দল তৈরি হল ১৮২৮।

২ ডিসেম্বর — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম মানুষের দেহে কৃত্রিম হৃদযন্ত্র স্থাপন করা হল ১৯৮২।
ভারত সোভিয়েত বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হল ১৯৫৩।
ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় ২৫০০ হাজার মানুষের মৃত্যু হল ১৯৮৪।

৩ ডিসেম্বর — ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু ১৯৭১।
পার্ল হারবার আক্রমণ করল জাপান ১৯৪১।
বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম ১৮৮৯।

৪ ডিসেম্বর — ভাইসরয় লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দিলেন ১৮২৯।
ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের জন্ম ১৮৮৮।

৫ ডিসেম্বর — লিন পিও-র জন্ম ১৯০৭।
কার্টুনিস্ট ও চিত্র নির্মাতা ওয়াল্ড ডিজনির জন্ম ১৯০১।
স্ট্যালিনের সংবিধান গৃহীত ১৯৩৬।

৬ ডিসেম্বর — বাবরি মসজিদ ভাঙা হল ১৯৯২।
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল ভারত ১৯৭১।
জার্মান ভাষাবিদ্ ম্যাক্স মুলারের জন্ম ১৮২৩।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম ১৮৫৩।

৭ ডিসেম্বর — কলকাতা বন্দরে প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ নোঙর ফেলল ১৮২৫।
সরকারি স্তরে প্রথম বিধবা বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়া হল ১৮৫৬।
বাংলা ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হল ১৮৭২।
বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয় শংকরের জন্ম ১৯০০।

৮ ডিসেম্বর — রাইটার্স বিল্ডিং-এ অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলেন বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত ১৯৩০।
আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল জাপান।
জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)-এর জন্ম ১৮৭৯।

৯ ডিসেম্বর — আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস।
রামকৃষ্ণ বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন ১৮৯৮।
অন্ধ কবি এবং সঙ্গীতস্রষ্টা সুরদাসের জন্ম ১৪৭৮।
রাও তুলা রাম সিপাহী বিদ্রোহের নেতার জন্ম ১৮২৫।

১০ ডিসেম্বর — বিশ্ব মানবাধিকার দিবস।
চালু হল নোবেল পুরস্কার ১৯০১।
শহীদ হলেন প্রফুল্ল চাকী ১৮৮৮।

১১ ডিসেম্বর — জার্মানী এবং ইতালী একসঙ্গে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ১৯৪১।
পিপলস্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৯৪৬।

১২ ডিসেম্বর — কবি বিমল ঘোষের (মৌমাছি) জন্ম ১৯১০।
মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানির জন্ম ১৮৮০।

১৩ ডিসেম্বর — লোকসভা আক্রমণ করল জঙ্গিরা ২০০১।
সতীশ পাকড়াশির জন্ম ১৮৯৩।

১৪ ডিসেম্বর — হাওড়া ও ব্যান্ডেলের প্রথম বৈদ্যুতিন গাড়ি চালু হল ১৯৫৭।
চিলিতে সামরিক শাসনকে হঠিয়ে নির্বাচন হল ১৯৮৯।
কুমিল্লায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্র বিপ্লবী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী হত্যা করলেন ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন শনকে ১৯৩১।

১৫ ডিসেম্বর — ফরাসী কমিউনিস্ট নেতা গ্যাব্রিয়েল পেরিকে হত্যা করল নাৎসিরা।

১৬ ডিসেম্বর — বাংলাদেশের যুদ্ধে পাকিস্তান সৈন্যরা আত্মসমর্পন করল ভারতীয় সৈন্যদের কাছে ১৯৭১।
বীটোভেনের জন্ম ১৭৭০।

১৭ ডিসেম্বর — উড়োজাহাজের জন্ম, ফ্লাইং মেশিন চড়ে দেখালেন অরভিল এবং উইলবার রাইট ১৯০৩।

১৮ ডিসেম্বর — গোয়া, দমন এবং দিউকে পর্তুগীজ শাসনমুক্ত করতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাজ শুরু ১৯৬১।

১৯ ডিসেম্বর — কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করলেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ১৮৭৩।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে ইমপিচ করা হল ১৯৭৮।
ভারত-চিন যুদ্ধ শুরু ১৯৪৬।

২০ ডিসেম্বর — ডঃ রজনীপাম দত্তের প্রয়াণ।
কলকাতা বিমানবন্দরে প্রথম জাপানী বিমান অবতরণ করল ১৯৪২।
দক্ষিণ ভিয়েতনামে ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্ট গঠন করা হল ১৯৬০।

২১ ডিসেম্বর — স্ট্যালিনের জন্ম ১৮৭৯।
ভারতে প্রথম লেনিন শান্তি পুরস্কার পেলেন সইফুদ্দিন কিচলু

২২ ডিসেম্বর — গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজমের জন্ম ১৮৮৭।
ভিয়েতনাম পিপলস্ আর্মির প্রতিষ্ঠা ১৯৪৪।

২৩ ডিসেম্বর — সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করলেন মিখাইল গর্বাচভ ১৯৯১।
বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা ১৯০১।

২৪ ডিসেম্বর — প্রথম মেডিক্যাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হল কলকাতায় ১৮৯৪।
কোচিনে ভাস্কো দা গামার প্রয়াণ ১৫২৪।

২৫ ডিসেম্বর — স্যার আইজ্যাক নিউটনের জন্ম ১৬৪৩।
মহম্মদ আলি জিন্নার জন্ম ১৮৮৬।
রোমানিয়ার নেতা চেসেসকু এবং তার স্ত্রী এলেনাকে কারাদণ্ড ১৯৮৯।

২৬ ডিসেম্বর — মাও সে তুং-এর জন্ম ১৮৯৩।
সুনামি ২০০৪।

২৭ ডিসেম্বর — বেনজির ভুট্টোকে হত্যা ২০০৭।
উর্দু কবি মির্জা গালিবের জন্ম ১৭৯৭।
চাযনালা কয়লা খনির ভেতরে দুর্ঘটনায় ৩৭২ জন শ্রমিকের মৃত্যু ১৯৭৫।

২৮ ডিসেম্বর — ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ১৮৮৫।

২৯ ডিসেম্বর — দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা উদ্বোধন ১৯৫৯।
কলকাতা মেট্রো রেলে কাজ শুরু ১৯৭২।
বম্বেতে ওপেন এয়ার থিয়েটার চালু হল ১৯৭৭।

৩০ ডিসেম্বর — যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ড. গোপালচন্দ্র সেনকে নৃশংসভাবে খুন ১৯৭০।
ঢাকাতে মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা ১৯৪০।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে স্বীকৃতি দিলেন ব্রিটেনের রানী ১৫৯৯।

৩১ ডিসেম্বর — সূর্য গ্রহণ এবং চন্দ্র গ্রহণ একসাথে হল ২০০৯।
রবীন্দ্রনাথের লেখার কপিরাইট শেষ হল ২০০১।

আবার দেখা দু'জনাতে, পাশ-ফেল

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

বিদ্যালয় শিক্ষার অঙ্গনে পাশ-ফেল, ইংরেজি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রায় চার দশক জুড়ে বিভিন্ন পরীক্ষার জেরে প্রানান্তকর অবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের মায় অভিভাবকদের। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এই রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে শাসকদলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিলম্বিত বোধোদয় ঘটছে। তার মাশুল গুনছে পড়ুয়ারা।

রাজ্য সরকার পরিচালিত বিদ্যালয় গুলোতে সামনের বছর থেকে (আগামী শিক্ষাবর্ষ) পাশ-ফেল প্রথা ফিরছে। পঞ্চম শ্রেণীতে ও অষ্টম শ্রেণীতে। বছর শেষে পাশ করতে না পারলে ফের পুরনো ক্লাসেই থেকে যেতে হবে। এক্ষেত্রে, ফের আরেকটি মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বেড়া টপকাতে না পারলে, পুরনো ক্লাসেই থেকে যেতে হবে। এমতাবস্থায়, পারিপার্শ্বিক সমাজে লোকলজ্জার কথাটা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু অনেক পরিবারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত এই বিনিয়োগটি বোঝা হয়ে যায় এবং একেবারে অলাভজনক। একদিকে সময় বেশি যাচ্ছে অন্যদিকে পড়াশুনায় উৎসাহতে ভাটা পড়ছে। এই ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে, শেষ মেশ ইস্কুলের যাবতীয় পাঠ চুকিয়ে দিচ্ছে অনেক ছাত্রছাত্রী। যাকে সরকারি ভাষায় বলা হচ্ছে 'ড্রপ আউট'। একটা সময় এই স্কুলছুটের সংখ্যা ব্যাপক গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পরীক্ষায় পাশ-ফেল ব্যবস্থায় স্কুল ছুটের পরিসংখ্যান দেখার পরেই এই প্রথাটা তুলে দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়ারা নিশ্চিন্ত ছিল। ফেল করার গেরোয় তাকে পড়তে হবে না। একেবারে তরতরিয়ে মাচা বেয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো। কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যেই ছিল অশনি সংকেত। ছাত্র-ছাত্রীদের মন থেকে কিছু লেখার ভাবনাটা কর্পূরের মতো উঠে গিয়েছিল। যে জন্য স্কুলে আসা, সেটাই বাদ চলে গিয়েছিল। অন্যদিকে পাশ-ফেল এর বদলে চালু করা হয়েছিল ধারাবাহিক মূল্যায়ন করার পদ্ধতি। বছর শেষে একটা প্রগতিপত্র ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হত, সেখানে নম্বরের কোনও উল্লেখ থাকতো না। সেখানে তার সারাবছরের

'কাজ'-এর একটা মূল্যায়ণ দেওয়া থাকতো। যেমন---স্কুলে তার চিন্তাভাবনার প্রকাশ কি কি বিষয়ের ওপর দেখা গেছে এবং তার ওপর নির্ভর করে কি কি কাজ করেছে। এরকম আরও বিভিন্ন বিষয়। পড়াশুনা বাদ দিয়ে খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক চর্চা ইত্যাদি ইত্যাদি। স্কুলে মাঠ থাকুক আর না থাকুক, গান, আবৃত্তি শেখানোর শিক্ষক আছে অথবা নেই, এসব নিয়ে ভাবনার কোনও ব্যাপার নেই। অঙ্ক, ইংরেজি, ভূগোল, বাংলা, ইতিহাস এসব বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের কোনও বালাই নেই, পাশ-ফেল নেই। শিক্ষার্থীর শিক্ষা সংক্রান্ত মেধাতে কোনও আলো প্রবেশ করল না। শিক্ষার ধার-ভার দেখা হল না, অথচ ডগডগিয়ে তার উঁচু ক্লাসে উত্তরণ হয়ে গেল।

দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে-উচ্চতায় শিক্ষার্থীরা বেড়ে চলেছে। অথচ সে কিছু শিখছে না---ছড়িয়ে গেল এই বার্তাটা চারিদিকে। শুরু হল গোলমাল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও জড়িয়ে গেল এই গোলমালে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধোগতি শুরু হল এবং সমাজও অনাস্থার চোখে দেখতে শুরু করল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। এত অব্যবস্থার পেছনে মূল কারণ একটাই শেখানোর দায় থেকে স্কুলের ছুটি।

সাধারণ মানুষের ইচ্ছেটা খুবই সীমিত। তাঁদের ইচ্ছেটা হল, সন্তানরা স্কুলে গিয়ে অঙ্ক, ইংরেজিটা শিখুক। বাকিটা বাড়িতে দেখভাল করে নেওয়া যাবে। এইভাবেই তার সন্তানের অশিক্ষিত তকমাটা মুছে যাক। এরপর একটা কাজে লেগে পড়ুক। সন্তানদের মানবিক গুণাবলীতে পুষ্ঠ করাটা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। আবার এটা জীবনের লক্ষ্যও নয়। ফলে বিরামহীন মূল্যায়ণ ব্যবস্থার যে সুফল অর্থাৎ পড়ুয়াদের সার্বিক বিকাশ সেই জায়গার থেকে স্কুলগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আবার এই মূল্যায়নের আরেকটি দিকও আছে। সেটা হল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে শিক্ষাদানের বিষয়টিকে ধারাবাহিকভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। এসব ভাবাটাও কল্পনাতীত। সারাবছর ধরে ভোট, বন্যা, ঝড়, অতিগ্রীষ্ম, পূজা-পার্বন সব ঝড়টাই এসে লাগে স্কুলের গায়ে। ছুটি হয়ে যায় স্কুলগুলো। এত বাধা- বিপত্তির মধ্যে শিক্ষা প্রচেষ্টা, মূল্যায়ণ এসব নিয়ে কথা বলাটাও বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

এই মূলায়ন ব্যবস্থা নিয়ে সামগ্রিক ধারণাটি অভিভাবক, শিক্ষক এবং ছাত্রীদের কতটা প্রভাবিত করতে পেরেছে? কতটা বিশ্বাস অর্জন করেছে? স্কুলে পাঠ্যবই নিয়ে অভিভাবকদের যে ধারণা, তারা যেভাবে পড়ে এসেছেন তার থেকে এখানকার পাঠ্যবই কিন্তু এখন বেশ আলাদা। এখনকার পাঠ্যবই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা। এই বইয়ের সঙ্গে সাবেকি ধারণার কোনও মিল নেই। ফলে এখনকার পাঠ্যবইতে অনেকেই মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। এখনকার পাঠ্যবইকে অনেকটা পড়ার পরও অনেকের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে যে, কি রকম প্রশ্ন আসতে পারে? এখনকার স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যবই এমনভাবে লেখা হয় যে, বই নিজে কোনও প্রশ্ন তুলতে দেবে না। পড়ুয়াদের মন থেকে উঠে আসবে তাদের পাঠ্য বিষয়ের প্রশ্নগুলো। বলাবাহুল্য, এটা বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা। পড়ুয়া, অভিভাবক এবং শিক্ষক মহলের যে কোনও দুর্বলতার কারণে এই নতুন মূল্যায়ন ব্যবস্থায় সামগ্রিক সাফল্য আসেনি।

তাই ফের পাশ-ফেল এর উদয়। অর্থাৎ বাঁচার তাগিদে কিছুটা 'পিছু হঠা'। অভিভাবকদের দাবি পাশ-ফেল থাকুক। তাদের ছেলেমেয়েরা কিছু শিখুক। ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক। শিক্ষকরা বলছেন, পাশ-ফেল থাকলে, ছাত্রছাত্রীদের মনে ভয় থাকবে। শেখার ইচ্ছে জাগবে। বাংলার মাধ্যমের স্কুলগুলোও চাইছে, পাশফেল থাকুক। যেখানে কিছু শেখা যাবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই, সেখানে অবশ্যই না শেখার ধারণাটাও তৈরি হওয়া দরকার। এই পর্যন্তই আমাদের শিক্ষার দৌড় আর শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি প্রত্যাশা।

ক্ষুধা সূচকে ভারতের নেমে যাওয়া অসম্মানসূচক

কিশোরকুমার বিশ্বাস

কিছুদিন আগে ভারত সরকার খুব আনন্দ করেছিল ভারতে ব্যবসা করার সুবিধা-সূচকে খুব ভাল স্থান পাওয়ার জন্য। ব্যবসা করার সুবিধা (ease of doing business) মাপার জন্য ১০টি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়। কত কম সময়ে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, কত কম দিনে কোন একটা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা শুরু করতে পারে, কত সময়ে সহজে করদান করতে পারে। এছাড়া ভারতে কত সহজে ব্যবসাকে বন্ধ করা যায় তাও মাপা হয়। এই ease of doning business এ। গত কয়েক বছরেই ভারত এই বিচারে ভাল স্থান করতে করতে এখন ৬২ তম স্থানে উঠে এসেছে। এসব নিময়গুলো অনেকটাই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করা জন্য। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ভারত যত এই ব্যবসা করার সুবিধা-সূচকে ভাল করছে দেশের আর্থিক হাল,নতুন বিনিয়োগ, সামগ্রিক উৎপাদন, বেকারত্ব, অসাম্য ইত্যাদি সবই খারাপের দিকে। তাই ease of doing business এর rank আমাদের কোনও সুবিধা জনক স্থানে নিয়ে যেতে পারছে না।

ক্ষুধা সূচকে ভবিষ্যতের নিম্নগতি

মানুষকে প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগানের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ন্যাশানাল ফুড সিকিওরিটি অ্যাক্ট করা হয়েছে। বড়মাপের খাদ্য ভাণ্ডারে এত বেশি পরিমাণ খাদ্য আছে যে খবরে প্রকাশ তার অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এই পরিস্থিতিতে খাদ্য সূচকের হিসাবে ভারতের অধোগতি হতাশাব্যঞ্জক। আমরা জানতে পেরেছি ভারতে ৬ মাস থেকে ২৩ মাস বয়সের সব শিশুদের মধ্যে মাত্র ৯.৬% শিশু ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য পায়।

চারটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ক্ষুদাসূচক তৈরি করা হয়। বয়সের তুলনায় উচ্চতা, ওজন যা শিশুদের পুষ্টির উপর নির্ভর করে। ভারতে মাত্র ২০.৮% শিশু সেই ন্যূনতম পুষ্টি লাভ করেছে বলে দেখা যাচ্ছে বর্তমান মুদ্রা সূচকের রিপোর্টে। পাঁচ বছরের মধ্যে শিশুদের মাত্র ৩৭.৯% কিন্তু নির্দিষ্ট উচ্চতা লাভ করেছে। এছাড়া আরো দুটি বিষয় হল রক্তাপ্লতা ও অপুষ্টি। ভারতে শিশুমৃত্যুর প্রায় ৬৮% ই হয় অপুষ্টির জন্য। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে সামগ্রিকভাবে ভারতে ৩৫% শিশুর উচ্চতা প্রয়োজনের তুলনায় কম, ওজন কম ৩৩% এর অপুষ্টি আছে এবং ১১৭% ভোগে প্রয়োজনীয় ওজনের ঘাটতিতে।

কেন এই দুরাবস্থা?

এই দুরাবস্থা কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। আর্থিক দিক থেকে দুর্বল রাজ্য ও

অনেক সময় শিশুদের ভাল রাখা বিষয়টি খেয়াল রাখে। আবার আর্থিক সফলতা সত্ত্বেও শিশুদের যেমন গুরুত্ব দেওয়া না এরকম রাজ্যও আছে। তবে পারিবারিক দারিদ্র্য ডাল সহ পুষ্টিকর খাবার বেশি না পাওয়া, খাবারের মধ্যে অতিপ্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদানের অভাব। খাদ্যবন্টনের দুর্বলতা, পরিসরে মহিলাদের গুরুত্ব, শুদ্ধ পানীয় জলের এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাব প্রভৃতি বিষয়গুলোই নজর রাখতে হবে। আবার দেশের ইতিপূর্বেই নেওয়া কিছু পদক্ষেপ কেন কাজ করছে না। সঠিকভাবে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর মাতৃবন্দনা যোজনার মাধ্যমে গর্ভবতী নারীদের এবং বাচ্চাদের খাওয়াতে হচ্ছে, এখন মহিলাদের সরাসরি ব্যাঙ্কে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া আছে ন্যাশানাল নিউট্রিশান মিশন পোষণ যোজনা। কিন্তু কোনভাবেই কেন নির্দিষ্ট ২০২২ এর মধ্যে শিশুদের অপুষ্টি এবং ওজন। উচ্চতার সমস্যা দূর করা যাবে না বলেই বিশেষজ্ঞদের মত।

বাজার অর্থব্যবস্থাই /কষ্ট এর জন্য দায়ী?

অনেকে মনে করেন বাজার অর্থব্যবস্থায় সকলকেই বাজার থেকেই সবকিছু কিনতে হয়। তাই স্বাস্থ্য খাদ্য, পথ্যও কিনতে হয়। তাই বাজারের বিষয় অনুসারেই কিছু মানুষ ঐ সমস্ত জিনিস কিনতে অক্ষম হবেন। তাই শিশু অপুষ্টি পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয় তার কারণ এটাকে দূর করতে গেলে রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করতে হবে, বাজেট নির্দিষ্ট করতে হবে তার জন্য। বাজার ব্যবস্থার এটা পছন্দ নয়। কিন্তু তা ঠিক নয়। বাজার ব্যবস্থা তো উন্নতদেশেও আছে। আছে বাংলাদেশ নেপাল, পাকিস্তান, এমনকী সব আফ্রিকার দেশেও, সাব-সাহারার অন্তর্গত দেশ গুলোতেও। তবে কেন ভারতের ক্ষুদাসূচককে ১০২ নম্বরে নেমে যাওয়া এবং এমনকি বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান ও অনেক আফ্রিকার দেশও ভারতের উপরে স্থান নিতে পেরেছে?

আসল কথা হল, কিছু নিয়ম চালু করা এবং বাজেট নির্দিষ্ট করলেই হবে না। এই বিষয়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। দেশের সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলো যদি এই ব্যাপারে সজাগ না থাকে এবং লক্ষ্য পূরণে কাজ না করে তবে ভারত কোনদিনই এই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না বলেই অনেকের ধারণা।

টি আর পি বাড়ানোর সহজ কায়দা

পারিজাত বোস

দেশ শাসনের উত্তরাধিকার ব্রিটিশদের কাছ থেকেই পাওনা। একথা সকলেরই জানা। স্বাধীনোত্তর ভারতে রাজ্যপালের পদটি বিট্রিশ শাসনেরই একটি অঙ্গ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দু'দশক ধরে রাজ্যপালদের নিয়ে তেমন কোনো একটা সমস্যা দেখা দেয় নি। কারণ তখন কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একদলেরই সরকার শাসন করত। এসব সত্ত্বেও সেই সময়ের রাজ্যপালদের নিয়ে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন মন্তব্য করেছিলেন। পট্টভি সীতারামাইয়া মধ্যপ্রদেশের রাজ্য পালের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে মন্তব্য করেছিলেন 'আমার কাজ শুধু রাজভবনে অতিথিদের আপ্যায়ন করা।' আবার সরোজিনী নাইডু উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল থাকাকালীন বলেছিলেন, এই পদটা হল 'সোনার খাঁচায় বন্দি পাখি।' ইদানিং রাজ্য পালরা খবরের শিরোনামে উঠে আসছেন।

হালফিল দেখা যাচ্ছে বাংলার রাজ্যপাল রাজ্য ও রাজনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, প্রতিদিন সরকার এবং শাসকদলকে কেন্দ্র করে রাজ্যপালের কোন কার্যকলাপ বা মন্তব্য অথবা রাজভবন থেকে জারি করা একের পর এক বিবৃতি যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঠারেঠোরে রাজ্যপাল বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই পদ থেকে সরে যাওয়ার কোন ইচ্ছা তাঁর নেই। শপথ নেওয়ার পর থেকেই এই রাজ্যের রাজ্যপালের কার্যকলাপ শুরু হয়েছে বেশ একটা রসালো বিষয় নিয়ে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কাণ্ড। প্রথম আবির্ভাবই যেন ''বুলবুল।'' যাদবপুরের ঘটনা দেখে এই রাজ্যের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছিলেন, 'এই রাজ্যপালের সঙ্গে সরকারের তিক্ততা আরও বাড়বে। কারণ জগদীপ ধনখড় নিজে মাঠে নেমে খেলতে ভালোবাসেন। আর সেই সঙ্গে কেন্দ্রের শাসকরাও বিষয়টি নিয়ে খুব সচেতনভাবেই উদাসীনতা দেখাবেন।'

একটা হাতে তো আর তালি বাজে না। রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের যে

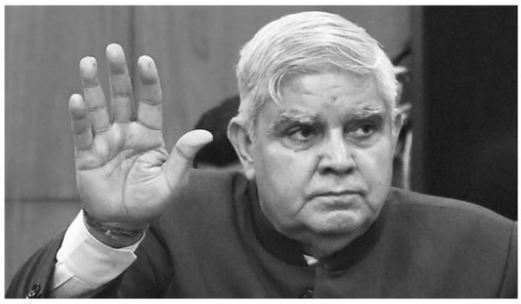

'বাদ-প্রতিবাদ'-এর ঘটনা চলছে, সেখানে কেউই কমতি যাচ্ছে না। একটা বিষয় এখানে গভীরভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে, রাজ্যপালের কোনো কাজ যদি রাজনীতিতে ইন্ধন যোগানোর মত হয়,তবে এই পদটির অবনমনের দায়ভার তো পদাধিকারীর ওপরেই পরে। পাশাপাশি বিরোধিতার জায়গাটাও ব্যাপক হয়। শুধু এ রাজ্য বলে কথা নেই, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালরা ক্রমে ক্রমে দেশের ক্ষমতাসীন দলের 'মুখপত্র' হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করে ফেলছেন। এর কোনও ব্যতিক্রম নেই। ফলে এই পদের গৌরবটাও ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে। এ রাজ্যে রাজ্যপাল বনাম রাজ্য সরকারের সংঘাতের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯৬৭ সালে ২ নভেম্বর প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করায় রাজ্যপাল ধর্মবীরের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিল শাসক দল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে সন্তোষ ভট্টাচার্যকে মনোনিত করায় রাজ্যসরকারের রোষানলে পড়েছিলেন রাজ্যপাল এ. পি. শর্মা। নন্দীগ্রাম কাণ্ডে রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধীরে মন্তব্য চটেছিল বামফ্রন্ট সরকার। অন্ধ্রপ্রদেশের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে রাজ্যপাল জগমোহন এন টি আর-এর শত্রু হয়ে উঠেছিলেন। এই পরম্পরায় এই রাজ্যের বিষয়টি নতুন কিছু নয়। চিন্তা অন্য জায়গায়। যতবেশি এসব নিয়ে চর্চা হবে টি আর পি বাড়বে দুটি রাজনৈতিক দলের। বিরোধীদের বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হবে। পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের ব্যর্থতাগুলো ঢাকা পড়ে যাবে। তাই অনেকের ধারণা এই বিরোধীতাটা ঠাস বুনোটে গড়া চিত্রনাট্যেরই একটা অংশ।

যদিও এ রাজ্যের রাজ্যপাল প্রতিদিনই বলছেন, তিনি তাঁর অধিকারের সীমা মেনেই যা করার করছেন। তর্কে না গিয়েও একটা সাধারণ প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগছে। অধিকারের সীমা মানেই কি রুটিন করে শাসকদলের সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু বলা? প্রচার পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতারা যেমন সববিষয়েই মন্তব্য করে থাকেন, ব্যাপারটা ঠিক সেরকম হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বেশ উৎসাহবোধ করছে। যেমনটা হয়ে থাকে রাজনীতিতে। অতীতের রাজ্যের অনেক রাজ্যপালের সঙ্গেই রাজ্যের শাসকদলের সম্পর্কে মধুর ছিল না। কিন্তু অতীতের রাজ্যপালরা এতটা সরব ছিল বলে মনে পড়ছে না। রাজ্যের এই সংবিধানিক পদটি সবসময় একটা সম্মানীয় জায়গায় অবস্থান করেছে। কিন্তু সম্প্রতি সম্মানের জায়গাটা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

ইতিহাস বলছে, ভারত স্বাধীন হওয়ার কিছু পূর্বে কোলকাতার ব্রিটিশ গভর্নর ফ্রেডরিক বারোজ-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। রাজ্যে তখন সোহরাওয়ার্দির সরকার। চারিদিকের পরিবেশ ভীষণ অশান্ত। তখন গান্ধীকে গভর্নর প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি আমাকে কি করতে বলছেন?' গান্ধী বলেছিলেন, 'নাথিং, ইওর এক্সেলেন্সি!' তখন গভর্নর জিজ্ঞাসা করলেন কেন? গান্ধীর উত্তর ছিল, কারণ সরকার যখন ক্ষমতায়, রাজভবনের কিছু করার নেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা থেকে রাজ্যপালের সক্রিয়তা প্রকাশ পেতে শুরু করে।

রাজ্যপালেরা একেক সময় বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে এখন আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান ঘটেছে। অনেক জায়গায় অনেক দল মিলিয়ে সরকার গঠন করছে এই অবস্থায় রাজ্যপালরা কেন্দ্রের ইশারায় কাজ করে চলেছেন। বিশেষ করে মিলিজুলি সরকার গঠনের প্রারম্ভে রাজ্যপালদের ভূমিকা হয়ে ওঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, একথা সকলেরই জানা দেশের শাসকবর্গের পছন্দের লোকরাই সাধারণত রাজ্যপাল হন। ফলে তাঁরা চেষ্টা করেন তাঁদের পাঁচ বছরের কার্যকালে কেন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে। অথচ সবাই জানেন রাজ্য সরকারের কাজে রাজ্যপালের কোনো ভূমিকা নেই। একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমস্যা দেখা দিলে, রাজ্যপালরা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। এখানেও আবার কেন্দ্রের একটা অকথিত ভূমিকা রয়েছে এবং এই ভূমিকার অজস্র উদাহরণ সকলেরই জানা। রাজ্যপালদের অপসারণের বিষয়ে সংবিধানে পরিষ্কার করে কিছু বলা নেই। রাষ্ট্রপতি যদি কোনো রাজ্যপালকে সরিয়ে দেন তাহলে সেই সরিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত কারণ জানতে চেয়ে আদালতেও যাওয়া যেতে পারে। তবুও খুব মারাত্মক অপরাধ ছাড়া রাজ্যপালদের অপসারণ করা খুব সহজ কাজ নয়।

কবিতা

ভরা থাক স্মৃতি সুধায়

অনির্বাণ কর

প্রায় এক বছর পর ট্রাঙ্ক থেকে শালগুলো বেরলো
ন্যাপথলিনের গন্ধ-মাখা খয়েরি, হলুদ, সাদা, আকাশ-নীল আরো কত সব রং
প্রতিটা শালই আমাদের দিয়েছিল ইউসুফ ভাই
যদিও ও বয়সে বড়, তবু, ভাই বলতেই ভাল লাগে
একবার শালের টাকা মানি-অর্ডার করে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওর ঠিকানায়।
প্রতি বছর কাশ্মীর থেকে আসত মানুষটা
শীত পড়ার সাথে সাথে একগাল হাসি আর কিছু আখরোট নিয়ে বাড়িতে হাজির
ওর সাথে বছরের প্রথম মোলাকাত।
অনেকগুলো শীত পেড়িয়ে গেল
ভাই আর আসে না
ভূ-স্বর্গের ওপর দিয়ে তো কম ঝড় যায়নি—
হয়ত কালের নিয়মেই...
বা সে আছে প্রায় নিভে যাওয়ার মতো।
না, তুমি আছ নিবিড়ভাবে
একেবারে আমাদের ঘরের একজন হয়ে।
প্রতিবছর শীত পড়ার সাথে সাথে ট্রাঙ্ক থেকে খয়েরি,
হলুদ, সাদা, আকাশ-নীল শালগুলো একে একে বার করার
সময় চোখের সামনে ভেসে ওঠে তোমার মুখ, তোমার
হাসি, তোমার কথা, তোমার আসা-যাওয়া প্রতিটা মুহূর্ত।

হাতে হাত

তুষার মুখোপাধ্যায়

বাঁচার মিছিল তরঙ্গ লহরী
দূর্ষণ ঘাত-প্রতিঘাত চলমান ফুটপাত
সংগ্রামী মুষ্ঠিবদ্ধ হাত শোচ্চার প্রতিবাদ
রক্তলেখা বহুমান ইতিহাস
যবনিকা আমারাতি কি ভীষণ উল্কাপাত!

ধূ ধূ শূন্য রিক্ত মাঠ
জ্বল জ্বল চোখ শকুন আকাশ
যদি থাকে হাতে হাত শপথ বৈতালিক
দুলঙ্ঘ্য নয় লৌহকপাট।
রক্ত নদী ইতিউতি, বারুদ উৎকট শ্বাস
হাতে হাত ঐক্য সাঁকো শেষ পারানি
অক্লেশে পারকরে বাধা বৈতরনী।
অন্তঃসলিলা এখানে চেতনা
আলোস্রোতে প্রবাহিনী
লিখে যায় লোহিত ফুটপাত
মিছিল কলরব জীবন প্রাবরণী।
পায়ে পায়ে গনগনে আঁচ
হাতে হাত ফরমান
খুঁজে পায় বিশল্যকরণী।

ক্ষুধার্ত শৈশব

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

পূর্ণিমা চাঁদ নয় ঝলসানো রুটি,—
গম বহুমূল্য তাই খুদকুঁড়ো দুটি
ক্ষুধার্ত শৈশব আকুল নয়নে চায়—
গাড়ীর জানলা থেকে টিফিনটা ফেলা যায়।
শীর্ণ মুঠোয় ভরা চকচকে দু'টাকা—
মনোলোভা খাদ্য সব দোকানে রয়েছে ঢাকা
কোলেতে আদুড় শিশু, নির্বাক প্রতিবাদ—
ধনীর এই পৃথিবীতে গরীব জন্ম অপরাধ।

স্টেডিয়াম

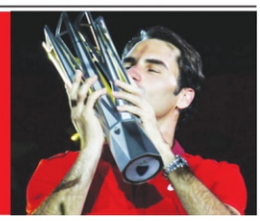

১২ টেস্ট সিরিজ জিতে নতুন ইতিহাস

ইডেনে টেস্ট সিরিজ জয়ের পর

নিজস্ব প্রতিনিধি-ঘরের মাঠে ১২ নম্বর টেস্ট সিরিজ জয় পেল ভারত। ভারতের পেস আক্রমণ এখন শুধু উইকেট নিচ্ছে না, রীতিমতো বিপক্ষ দলের ত্রাস হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এক ইনিংস ও ৪৬ রানে জয় পেল ভারত। ম্যাচ এবং সিরিজের সেরা হয়েছেন ইশান্ত শর্মা। অধিনায়ক সৌরভের সময় থেকেই ভারতীয় পেসাররা পাল্টা আক্রমণের পালাটা শুরু করে। কোহালির নেতৃত্বে টানা সবচেয়ে বেশি টেস্ট জিতল ভারত। ২০১৯ সালের ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশের শেষ চার উইকেট-এর আউট দেখতে ইডেনে এসেছিলেন প্রায় ৪০ হাজার মানুষ। এদিন ইডেনে দর্শক দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বিরাট কোহালি। মাত্র ৪৭ মিনিটের শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংস। দ্বিতীয় ইনিংসে উমেশ পাঁচটি এবং ইশান্ত শর্মা চারটি উইকেট পান। গোলাপি বলের এই টেস্ট পাঁচ দিনের ক্রিকেটের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ বেড়েছে। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত জিতল ২-০। টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা যে কম, তা খেলার মাঠেই পরিষ্কার হয়ে গেয়েছে। তবে আগামী দিনে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল।

বিশ্বকাপ জয় ব্রাজিলের

বিজয়ী ব্রাজিলের অনূর্ধ্ব ১৭-এর খেলোয়াড়রা

গামা-দেশের মাটিতে ব্রাজিলের এই প্রথম বিশ্বকাপ জয়। গত অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপে যুবভারতীতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমি ফাইনালে হারতে হয়েছিল ব্রাজিলকে। দিন তিনেক পর মালিকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান পেয়েছিল ব্রাজিল। এবার সেই দুঃখ ঘুচল তাদের। ব্রাজিলের গামায় মেক্সিকোকে ২-১ হারিয়ে অনূধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হল ব্রাজিল টিম। ম্যাচের ৮৩ মিনিট পর্যন্ত ব্রাজিল পিছিয়ে ছিল ০ - ১। ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ১-১ করেন কাইয়ো হোর্খে। ইনজুরি টাইমে লাজারোর গোলে ২-১। এই নিয়ে ব্রাজিল চতুর্থবার চ্যাম্পিয়ন হল অনূর্ধব ১৮ বিশ্বকাপে। ট্রফি দিতে এসেছিলেন ব্রাজিলের দুই কিংবদন্তি বড় রোনাল্দো ও কাফু। ব্রাজিলের ভেরন জিতেছেন সোনার বল। সোনার বুট পেয়েছেন নেদারল্যান্ডের সোনয়ে হ্যানসেন।

গোলপি টেস্টের উদ্বোধন

গোলাপি টেস্ট উদ্বোধনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বি সি সি আই-এর সভাপতি সহ অন্যান্যরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি-শহর গোলাপি, ইডেন গোলাপী, চারিদিকে গোলাপি স্রোতে ইডেন যেন মায়াবি হয়ে উঠেছে। এই মহাযজ্ঞের আয়োজক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ক্লাব হাউসের ভেতর নক্ষত্রপুজোর আলোর ছটা। গোলাপি বলে দিন রাতের এই টেস্টের সাক্ষী হয়ে রইলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকতে এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন শচীন তেণ্ডুলকর, কপিল দেব, আজহারউদ্দিন, ভি সি এস লক্ষণ, হরভজন সিং, মেরিকম, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, কুম্বলে, সিন্ধু, সানিয়া মির্জা, গোপীচন্দ , মিতালি রাদ, ঝুল গোস্বামী, বেঙ্গসরকার, রাহুল দ্রাবিড়, বলিউডের এক ঝাঁক তারকা সহ আরও অনেকে।

রেকর্ড ভাঙল শেফালি

নিজস্ব প্রতিনিধি- মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেণ্ডুলকরের রেকর্ড ভেঙে দিলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সর্ব কণিষ্ঠ খেলোয়াড় শেফালি বর্মা। সবচেয়ে কমবয়সী ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অর্ধশতরান করার কৃতিত্ব এতদিন ছিল শচীন তেণ্ডুলকরের দখলে। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর ২১৪ দিন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে ৮৪ রানে জেতানোর পাশাপাশি শচীনের সেই রেকর্ডও ভেঙে দিলেন হরিয়ানার ১৫ বছরের মহিলা ক্রিকেটার। এই রিপোর্ট লেখার দিন পর্যন্ত শেফালির বয়স ১৫ বছর ২৮৫ দিন। শুধু শচীনের রেকর্ড ভাঙাই নয়, তিনি স্মৃতি মন্ধানার (৬৭) সঙ্গে ওপেন করতে নেমে ১৪৩ রানের জুটি তৈরি করেও নতুন রেকর্ড গড়েছেন দুজনে। শেফালি করেছেন ৮৪ রান।

শেফালি বর্মা

অর্থ ফেরত

নিজস্ব প্রতিনিধি-ভারত-বাংলাদেশ চতুর্থ ও পঞ্চম দিনের টিকিটের মূল্য ফেরত দেন সি এ বি। অন লাইনে যারা টিকিট কেটেছেন, তাদের অ্যাকউন্টেই পৌঁছে যাবে টিকিটের মূল্য। কাউন্টার থেকে যারা টিকিট কেটেছেন, তাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। টাকা ফেরত নিয়ে সি এ বি-র বৈঠক হয়ে গেছে। সদস্যরা অধিকাংশই টাকা ফেরত দেওয়ার পক্ষে মত জানিয়েছেন। এবার কীভাবে টাকা ফেরত দেওয়া হবে সেইটুকু কাজ বাকি রয়েছে।

সৌরভের জন্য চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি-আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় ক্রিকেট প্রশাসকদের 'কলিং অফ' নিয়মে পরিবর্তন আসা নিয়ে আলোচনা করবে ভারতীয় বোর্ড। এই নিয়মে বদল হলে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাড়তে পারে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়াদ। এখনকার নিয়মে সৌরভ ন'মাস প্রেসিডেন্ট পদে থাকতে পারবেন। ভারতীয় বোর্ড চাইছে, প্রেসিডেন্ট এবং সচিবকে কুলিং অফে যাওয়ার আগে টানা দু'বার তিন বছরের মেয়াদ পুরো করতে দেওয়া হোক। বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব সমস্ত সুপ্রিম কোর্টে জানানো হবে।

সম্প্রীতির মেলবন্ধন

ট্যাক্সি চালকদের সঙ্গে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা।

ব্রিসবেন- ভারত-পাকিস্তান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও সম্প্রীতির মেলবন্ধন দেখা গেল অস্ট্রেলিয়াতে। পাকিস্তানের তিন ক্রিকেটার একজন ভারতীয় ট্যাক্সিচালকদের গাড়িতে নৈশভোজে যাচ্ছিলেন। গাড়ির চালক তাঁদের চিনতে পেরে ভাড়া নেন নি। এরপর ক্রিকেটাররাও ওই চালককে রেঁস্তোরায় আমন্ত্রণ জানান।

চলে গেলেন অঞ্জন মিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি- চলে গেলেন মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সচিব অঞ্জনা মিত্র (৭২)। মোহনবাগান তাঁবুতে তাঁর দেহ আনা হলে শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং অতীত ও বর্তমানের বহু খেলোয়াড়রা।

প্রো লিগ কলিঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি-পরের বছর জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত হকি প্রো লিগে ভারতের সমস্ত ম্যাচই হবে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে। ১৮-১৯ জানুয়ারি মনপ্রীতরা এখানে প্রথম ম্যাচে পরপর দুবার খেলবে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে। ভারতে হকির অবস্থা আগের থেকে অনেক খারাপ। বিশেষ করে পরিচালন কমিটির মধ্যে বিবাদ লেগেই আছে। তার প্রতিফলন পড়ছে খেলোয়াড়দের ওপর। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার।

রাশিয়ার বিপদ

মস্কো-ওয়াডা সুপারিশ রাশিয়াকে আরও ৪ বছরের জন্য নির্বাসিত করা হোক। কারণ ডোপ নিয়ে তাদের দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ ভুল।

ম্যাচ অন্য মাঠে

মুম্বই-নিরাপত্তার কারণে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি টোয়েন্টি ম্যাচ মুম্বই থেকে হায়দরাবাদ সরে গেল। ৬ ডিসেম্বর ম্যাচ হবে সেখানে। এই বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আজহারউদ্দিন। মুম্বাইতে হবে তৃতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচ। ম্যাচের ধার্য হয়েছে ১১ ডিসেম্বর।

লিগের শীর্ষে এটিকে

পুনে-পুনের মাটিতে এটিকের জয়রাথ থামিয়ে দিল ওড়িশা এফ সি। ড্র করেও নিয়ম লিগ টেবিলে শীর্ষস্থানে রয়েছে এটিকে। পাঁচ ম্যাচে দশ পয়েন্ট পেয়েছে এটিকে। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ৯ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বেঙ্গালুরু। অন্যদিকে, জামশেদপুরের কাছে হারল গোয়া।

এইডস্ ও থ্যালাসেমিয়া রোধে প্রাক্ প্রচারের কয়েকটি মুহূর্ত

এগিয়ে চলেছে প্রচারের গাড়ি।

নিজস্ব চিত্র অটোতে প্রচার স্টিকার লাগানো হচ্ছে।

নিজস্ব চিত্র প্রচারের পোস্টার দেওয়ালে সাঁটানো হচ্ছে।

তপসিয়ায় চলছে জোরকদমে প্রচার।

নিজস্ব চিত্র স্থানীয়দের নিয়ে প্রচার।

নিজস্ব চিত্র প্রচারের খবর নিচ্ছেন সম্পাদক।

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা **(Spleen)** বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি, ৬) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ৭) শৈলেন পাল, ৮) মালঞ্চ সাহা, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) অমল বোস, ১১) এস এস চন্দ, ১২) রুবী মণ্ডল, ১৩) গোপাল সাহা, ১৪) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৫) বনিতা দাস, ১৬) সুদীপা কর্মকার, ১৭) তপন ব্যানার্জি, ১৮) অশোক পাল, ১৯) আলোকনা সিকদার, ২০) প্রদীপ পাত্র, ২১) সৈকত মুখার্জি, ২২) সোনালি বিশ্বাস, ২৩) সঞ্চয় সাহা, ২৪) পার্থ দাস, ২৫) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৬) সন্দীপ মিল, ২৭) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৮) রিক্তা বিশ্বাস, ২৯) সুমনা কর, ৩০) অভিষেক কুমার মিত্র, ৩১) কানন কুমার মণ্ডল, ৩২) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩৩) অদিতি মণ্ডল, ৩৪) নুপুর চ্যাটার্জি, ৩৫) রণিতা মিত্র, ৩৬) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৭) দেবাশীষ দাস, ৩৮) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৯) অদিতি বসু, ৪০) নমিতা পাল, ৪১) মধু শেঠ, ৪২) মধুমিতা পাত্র, ৪৩) অরবিন্দ নন্দী, ৪৪) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪৫) পুলক শূর, ৪৬) রুদ্র রায়, ৪৭) ডা. পি. কর্মকার, ৪৮) তপন ঘোষ, ৪৯) তাপস মুখার্জি, ৫০) রীতেশ ঘোষ, ৫১) অমিতাভ সিনহা, ৫২) মিম্পি রাহা, ৫৩) মৌমিতা ঘোষ, ৫৪) কাশীনাথ চন্দ (ইসলোক) ৫৫) শুভময় কুণ্ডু ৫৬) রেশমি নায়েক।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.